সুশান্ত দাসের ‘লাল গোলাপ’ কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার সমালোচনা

সমালোচনা- ডঃ ইমন ভট্টাচার্য

অধ্যাপক

সুশান্ত দাসের কবিতার সমালোচনা

কবিতা- আরও একটু থাক

‘লাল গোলাপ’ কাব্যগ্রন্থ মূলতঃ ভালোবাসার কবিতা।এর মূল সুর হল ভালবাসা।ভালবাসা ব্যাপারটা নানা মাত্রায় থাকে।সন্তানের প্রতি ভালবাসা একপ্রকার।মা, বাবার প্রতি একপ্রকার। স্ত্রী বা প্রেমিকার প্রতি আরেকরকম।‘আরও একটু থাক’ কবিতাটি পড়তে গিয়ে মনে পড়ছিল আমাদের যৌবনের একটি ব্যাণ্ডের গান- “কেয়ার করিনা যদি চলে যাও।../এতক্ষণ ছিলে এই তো অনেক।” আসলে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের দিয়েছে হাস্যকর উচ্চাকাঙ্খা, সেই সঙ্গে সম্পর্কের অপমৃত্যু।সেই পরিস্থিতির গর্ভ থেকেই উঠে আসে এরকম গান।

কবিতা শুরু হচ্ছে ‘এইতো এসেছ সবে’- এরকম লাইন দিয়ে।রজনীগন্ধার ঝাড়, সাঁঝের প্রদীপ একটুও জ্বলে ওঠেনি দাওয়ায়, অর্থাৎ পুরোনো একটি সময়ের আদলে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কবিতাটি।

একসঙ্গে হাঁটা, একসময়ে আকাশে তারা ওঠে।নিবিড় প্রেমসম্পর্কের ইঙ্গিত।

অথচ কত কথা বাকি থেকে গেল।কত কথা বলাই হল না।

প্রেম শেষ অব্দি নিঃসঙ্গ।তাই প্রেম- র উচ্চারণ শেষ অশ্রুতই থেকে যায়।প্রেমিকের আকুতি শুধু বলে ‘আর একটু থাক। এইটুকুই।

প্রথমে বলা গানটির বিপরীতের উচ্চারণ, অপেক্ষার উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে কবিতাটিতে।

কবিতা- তাজমহল

তাজমহল তো প্রেমের স্মারক। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন- "কালের কপোলতলে একফোঁটা নয়নের জল।" দেখার বিষয় এই অ্যালিউশনটি কীভাবে রূপ পেয়েছে সুশান্ত দাসের 'তাজমহল' কবিতায়। একটা একাকী স্পেস, একাকী স্থানাঙ্ক। সেই মাঠেতে বাতাস ধীরে বইছে। কোকিল ডাকছে বনে। এক রোমান্টিক পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানও উচ্চারিত হয় কবিতায় অথচ কবি কিন্তু একলা। আসলে তাঁর প্রেম পরিণত হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে প্রেমাস্পদের আর দরকার হয় না। প্রেম নিজেতে নিজে স্বয়ম্ভর হয়েছে।

বনফুলের একটি গল্প 'তাজমহল' সেখানে রোগাক্রান্ত স্ত্রী- এর চিকিৎসার আয়োজন করে বৃদ্ধ দরিদ্র স্বামী।কিন্তু সে বাঁচেনা।তখন তার কবরের আয়োজন করে বৃদ্ধটি।লেখক তার নাম শুধালে সে বলে 'ফকির শাজাহান'।এ গল্প দাম্পত্যপ্রীতির গল্প।

কিন্তু সুশান্ত দাসের কবিতা প্রেমের দ্বারাই প্রেমের উত্তীর্ণ হবার গল্প, যা প্রেমের দ্বারাই নিজেকে আবিষ্কার করে।ছোট্ট আয়োজন, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণতায় পৌঁছেছে কবিতাটি।

কবিতা- আলোছায়া

প্রেমের কবিতা হিসেবেই 'আলোছায়া' কবিতাকে দেখি। কবিতায় প্রাথমিকভাবে এসেছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ।দেখার বিষয় প্রকৃতি এখানে সাজানো বাগান নয়।বট, শাল, পিয়াল, পাটের ক্ষেত, বাঁশ বাগান- সবমিলিয়ে এক অগোছালো বন্য প্রকৃতি।

সেই বনের ধারে রয়েছে কবির বাঞ্ছিতা।শাকের আঁটি নিয়ে কাড়াকাড়ি যেখানে।এক অম্লমধুর প্রেমের অনুষঙ্গ এখানে পাই। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই- 'কিন্তু তুমি বাহিরে নাই অন্তরে মেঘ করে / তারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।

সেরকমই একটি বিপদের অনুষঙ্গ যেন এখানে পাই। এক বিচ্ছেদের অনুষঙ্গ ফুটে ওঠে এখানে। প্রেমিকা আছে তারার দেশে। কবির কাছে নয়। একলা ঘরে কান্না চাপেন তাই। রবি ঠাকুরের 'মেঘদূত'-এর ভাষায় বলতে পারি- "সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে!"

টলস্টয় বলেছিলেন, জগতে আমরা যা কিছু দেখি, সবই আলো ও ছায়ার সমবায়। আলো-ছায়া, আনন্দ-বিষাদ এ কবিতার অনুষঙ্গ। 'আলোছায়া' নামটি তাই সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।